



## গ্রেডন অধ্যায়

### তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার



## ১১.০ বিদ্যুৎ খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার সাথে সংগতি রেখে বিগত পাঁচ বছরে বিদ্যুৎ বিভাগ বিদ্যুৎখাতে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি, দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করছে। বিদ্যুৎ খাতে গৃহীত তথ্য প্রযুক্তি কর্মসূচিসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

### ১১.১ সেবার মান বৃদ্ধি

ক) মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ: কিছুদিন আগেও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা একটি ঝামেলার বিষয় ছিল। ব্যাংক ও ইউটিলিটি অফিসগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে বিল পরিশোধের পর পুনরায় বিল দাবী করার ঘটনা ঘটে। এ সমস্যা

সমাধানের লক্ষ্যে একদিকে যেমন সকল বিদ্যুৎ গ্রাহকের একাউন্ট কম্পিউটারের ডাটাবেইজের আওতায় আনা হয়েছে অপরদিকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন গ্রাহকগণ যে কোন সময় যে কোন স্থান হতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারেন। সকল ইউটিলিটিই এ ব্যবস্থা চালু করেছে।



খ) অন-লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ: গ্রাহকগণ এখন ইন্টারনেট/ অন-লাইনের মাধ্যমেও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারেন। এ ব্যবস্থাটি পরিবেো, ডিপিডিসি ও ডেসকো চালু করেছে। বিউবো ও ওজোপাডিকো এ লক্ষ্যে কাজ করেছে।

গ) অন-লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ: বিভিন্ন

ইউটিলিটি অন-লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন গ্রহণের ব্যবস্থা চালু করেছে। ডেসকো ইতোমধ্যে তার সমগ্র এলাকায় ব্যবস্থাটি চালু করেছে। অন্যান্য ইউটিলিটিগুলোও সীমিত পরিসরে এটি চালু করেছে। লক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমগ্র বাংলাদেশে এ ব্যবস্থা চালু করা হবে। এ ব্যবস্থার ফলে গ্রাহকগণ ঝামেলামূক্তভাবে বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন করতে পারবেন এবং অন-লাইনের মাধ্যমেই ডিমান্ড নোট পাবেন।

ঘ) অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি: বিদ্যুৎ গ্রাহকগণের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেই, গ্রাহকগণকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এর সমাধানের লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে কল সেন্টার স্থাপন করা হবে। প্রাপ্ত অভিযোগগুলো কল সেন্টারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অফিসকে জানিয়ে দেয়া হবে। বিভিন্ন ধরণের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত সময়সীমা বেঁধে দেয়া হবে এবং এ কাজগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা থাকবে। সকল ইউটিলিটিগুলোর জন্য একটি সমর্পিত সফটওয়ার তৈরীর কাজ চলছে।



ঙ) অন-লাইন নিয়োগ ব্যবস্থাপনা চালুকরণ: বিদ্যুৎ বিভাগ অন-লাইনের মাধ্যমে নিয়োগ ব্যবস্থাপনা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চাকুরী প্রার্থীগণ দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে অতি দ্রুততার সাথে তাঁদের আবেদন পাঠাতে পারবেন এবং সাথে সাথে অফিস কর্তৃক প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পত্র প্রাপ্ত হবেন। এ ব্যবস্থাপনার জন্য সফটওয়ারটি ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। অচিরেই সকল ইউটিলিটিতে ব্যবস্থাটি চালু করা হবে।

## ১১.২ প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি

ক) ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা: বিদ্যুৎ বিভাগ ডিজিটাল পদ্ধতিতে নথি ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর ফলে একদিকে যেমন নথি নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি পাবে অপরদিকে কর্মকর্তাগণের নথি নিষ্পত্তির হার দ্রুততার সাথে এবং নির্ভুলভাবে পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হবে। এছাড়া অতি দ্রুততার সাথে পুরনো নথি খুঁজে বের করা সম্ভব হবে। বিদ্যুৎ বিভাগের অভিজ্ঞতার আলোকে অন্যান্য ইউটিলিটিগুলোতেও এ ব্যবস্থা চালু করা হবে।

খ) অন-লাইন প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা: বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার এডিপিভুক্ত প্রকল্পগুলোর প্রকল্প পরিচালকগণের অফিস দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। প্রকল্প পরিচালকগণের নিকট হতে তথ্য একীভূত করে সংস্থাভিত্তিক তা বিদ্যুৎ বিভাগে পরিবীক্ষণ করা বেশ কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ছিল এবং এজন্য প্রচুর কাগজের অপচয় হত। ওয়েব ভিত্তিক প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা চালু করায় দূর-দূরান্তে অবস্থিত অফিস হতে প্রকল্প পরিচালকগণ কর্তৃক তথ্য প্রদানের সাথে সাথেই তা পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে এবং একই তথ্য বারংবার টাইপ করতে হয় না বলে অফিসের সময়ও সাশ্রয় হচ্ছে।



মাননীয় বিদ্যুৎ  
প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক  
ডিপিডিসি এর  
প্রি-পেইড মিটার  
কার্যক্রম শুভ  
উদ্বোধন

চিত্র : ০১

মাননীয় বিদ্যুৎ  
প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক  
ডিপিডিসি এর  
প্রি-পেইড মিটার  
কার্যক্রম শুভ  
উদ্বোধন

চিত্র : ০২



গ) ভিডিও কনফারেন্সিং পদ্ধতি চালুকরণ: বিদ্যুৎ বিভাগসহ এর আওতাধীন ইউটিলিটিসমূহের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং চালু করা হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ে ইউটিলিটি প্রধানগণ নিজ নিজ অফিসে বসেই সভা করতে পারেন।

ঘ) সমৰ্থ সভার জন্য অন-লাইন ভিত্তিক সফ্টওয়্যার চালুকরণ: বিদ্যুৎ বিভাগের মাসিক সমৰ্থ সভার জন্য একটি অন-লাইন ভিত্তিক সফ্টওয়্যার বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে সংস্থাসমূহ প্রতিমাসে নিয়মিত অন-লাইনে তথ্য প্রেরণ করে। এর ভিত্তিতে মাসিক সমৰ্থ সভায় তথ্য উপস্থাপন করা হয়।

ঙ) পারসোনেল ও ফিন্যান্সিয়াল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালুকরণ: বিদ্যুৎ খাতে সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটিসমূহের দৈনন্দিন কার্যবলী দ্রুততার সাথে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কয়েকটি সংস্থায় পারসোনেল ও ফিন্যান্সিয়াল ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে।

### ১১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠা

ক) স্টোর ব্যবস্থাপনা: এ সকল সংস্থায় কম্পিউটারভিত্তিক স্টোর ব্যবস্থাপনা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিছু কিছু প্ল্যান্টে/স্টোরে ইতোমধ্যে তা চালু করা হয়েছে। অন্যান্য স্থাপনা/ স্টোরেও অচিরেই তা চালু করা হবে। এর ফলে সরকারি সম্পদের অপচয় রোধ হবে এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার ফলে মালামাল ক্রয়ে দুর্বোধ ত্বাস পাবে। সুষ্ঠু স্টোর ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ওভার ইনভেন্টরি কন্ট পরিহার করার লক্ষ্যে স্টোর ব্যবস্থাপনাকে কেপিআই হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

খ) অটোমেটেড রিমোট মিটার পদ্ধতি চালুকরণ: ইউটিলিটিসমূহের সকল প্রবেশ পয়েন্টে অটোমেটেড রিমোট মিটার পদ্ধতি চালু করায় কম্পিউটারের মাধ্যমে অতি সহজেই বিদ্যুতের হিসাব ও বিল প্রণয়ন করা হচ্ছে। এছাড়া বড় বড় ইচটি গ্রাহকদের ক্ষেত্রেও Automated Meter Reading (AMR) মিটার ব্যবহার হয়েছে। ফলে বড় বড় গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনিয়ম করার সুযোগ বহুলাংশে কমে এসেছে। এ ব্যবস্থা সকল ইচটি গ্রাহকদের জন্য চালু করা হবে।

গ) প্রি-পেইড মিটারিং পদ্ধতি চালুকরণ: বিদ্যুৎ বিল পরিশোধকে বামেলামূক্ত করাসহ বিদ্যুৎ বিল আদায় শতভাগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ দেশব্যাপী প্রি-পেইড মিটারিং পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড প্রায় ৪৬ হাজার এবং ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ প্রায় ১৪ হাজার প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করেছে। বর্তমানে বিভিন্ন বিতরণ ইউটিলিটিসমূহে আরো ৩৫ হাজার মিটার চালু করা হবে। প্রি-পেইড মিটার স্থাপন বিষয়ে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, প্রি-পেইড মিটার ব্যবস্থার ফলে জনগণের মধ্যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী মনোভাব সৃষ্টি হবে এবং মিটার রিডিং সংগ্রহের নামে গ্রাহক ভোগান্তি কমে আসবে।

ঘ) ই-টেলারিং ব্যবস্থাপনা: টেলারিং ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি'র সিপিটিইউ এর একটি প্রকল্পের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে ই-টেলারিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ৪টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যুৎ খাতের পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড অন্যতম। বিদ্যুৎ খাতে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন ইউটিলিটিসমূহের মধ্যে ই-টেলারিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বিপিডিবি ও পিজিসিবি সীমিত আকারে এ ব্যবস্থা চালু করেছে।

ঙ) “স্ল্যাপ শট” এর মাধ্যমে মিটার রিডিং: বিদ্যুৎ খাতের জন্য আধুনিক “স্ল্যাপ শট” পদ্ধতিতে বিদ্যুতের মিটার রিডিং সংগ্রহ এবং স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে তথ্যাদি সরাসরি সার্ভারে প্রেরণের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই বিউবো’র বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে এ পদ্ধতিটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অচিরেই বিউবো’র অন্যান্য বিতরণ এলাকাসহ সকল বিতরণ সংস্থায় সফ্টওয়্যারটি বাস্তবায়ন করা হবে।

চ) অডিট ম্যানেজমেন্ট সফ্টওয়্যার: বিদ্যুৎ খাতের জন্য একটি সমন্বিত অডিট ম্যানেজমেন্ট সফ্টওয়্যার বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে করে অডিট নিষ্পত্তি আরো সহজতর হবে।

এছাড়াও বিদ্যুৎ খাতের জন্য একটি Enterprise Resource Planning (ERP) সফ্টওয়্যার বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।